আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ ফকির যারা!

রচনায়ঃ
শাইখ আবু তাহমিদ

সম্পাদনা
শাইখ আসিম আজওয়াদ (হাঃ)

প্রকাশনায়ঃ
আদ্-দ্বীন পাবলিকেশন্স
৩৮/ক বাংলাবাজার ঢাকা - ১১০০
Web: www.esabahmediabd.wordpress.com

রচনায়ঃ
শাইখ আবু তাহমিদ

সম্পাদনা
শাইখ আসিম আজওয়াদ (হাঃ)

প্রকাশনায়ঃ
আদ্-দ্বীন পাবলিকেশন্স
৩৮/ক বাংলাবাজার ঢাকা - ১১০০
Web: www.esabahmediabd.wordpress.com

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১৩ ইং
(পাবলিকেশন্স কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

কম্পিউটার কম্পোজ
মুফতি ইমতিয়াজ আহমদ
জি,গ্রাফ কম্পিউটার
গ্রাফিক্স
তওফিক আল- আজাদ

বিঃ দ্রঃ কোন রকম যোজন -বিয়োজন ব্যতীত সম্পূর্ণ ফ্রী বিতরণের জন্য কেউ ছাপাতে চাইলে প্রকাশনা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

মূল্য ঃ ২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

১। ভূমিকা ৪
২। আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ ফকির যারা। ৫
৩। ইহসারদের চেনা যাবে যেভাবে। ৯
৪। ইহসার হওয়ার উদ্দেশ্য। ৯
৫। শরীয়তের পরিভাষায় হিজরতের সংজ্ঞা। ১০
৬। দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামে হিজরত করার বিধান। ১০
৭। হিজরতের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যতের বিশুদ্ধতায়। ১৭
৮। হিজরতের ফাযায়েল। ১৭
৯। হিজরত ফরয হওয়ার পর... ১৯
১০। হিজরত নারীদের জন্যেও..... ২০
১১। হিজরত কখন ২১
১২। সর্বোত্তম হিজরত ও সর্বোত্তম মুহাজির। ২২
১৩। আমাদের কর্তব্য..... ২৩

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের জন্য। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। জালিম ছাড়া অন্য কারো প্রতি অন্যায় বাড়বাড়ি নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র বান্দা এবং রসূল, যিনি প্রেরিত হয়েছেন সত্য- সঠিক দীন এবং সুস্থ- সুন্দর জীবন বিধান সহকারে। আল্লাহ্ তাঁকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

কোন জাতির সর্বশেষ প্রজন্মের লোকগুলোকে প্রাথমিক যুগের লোকগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে অতীত মু'মিনদের সামঞ্জস্য ফুটে উঠে। আর অতীত কাফেরদের সঙ্গে বর্তমান কাফেরদের মিলও খুঁজে পাওয়া যায়। কুরআন মজীদে একাধিক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নীতি অনড় ও অপরিবর্তনীয় ।আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

"কাফিররা যদি তোমাদের মোকাবিলা করতো তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতো। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেতো না। এটাই আল্লাহর নীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে।" (সুরা ফাতহ: ২২-২৩)

হে ইখওয়ানুল মুসলিমীন! আমরা কি আপনাদের সামনে আজ এমন একদল ব্যক্তিবর্গের পরিচয় তুলে ধরব না! যারা আল্লাহ্ তায়ালার অতি পছন্দনীয় পাত্র ছিলেন? আমি কি আপনাদের একথাও জানাবনা কিভাবে আজ আমরা সেই সব সালাফ ফকিরদের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করে তাদের জীবনকে নিজের জীবনে স্থাপন করতে পারি?

এই কঠিন কাজটি করার প্রয়াসে কুরআন ও রসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহকে সামনে রেখে লিখতে বসেছি । সত্য প্রকাশের জন্য আমি আমার সাধ্যমত কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দলীল এবং সলফে সালেহীন ইমামদের মন্তব্য উল্লেখ করলাম। আর এটা করতে গিয়ে যেসব অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে, তার জন্য মহান রবের দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি ।

আবু তাহমিদ

২৯/০৬/২০১৩ ইং

আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ ফকির যারাঃ

আল্লাহ্ তায়ালা তাদের পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেনঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

অর্থাৎ-যারা আল্লাহর পথে১ অবরুদ্ধ রয়েছে বলে ভূপৃষ্ঠের গমনা গমনে শক্তিহীন২ সেই সব দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর,৩ (ভিক্ষাহতে) নিবৃত্ত থাকার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অবস্থাপন্ন বলে মনে করে, তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষনের দ্বারা চিনতে পার, তারা লোকের নিকট ব্যাকুলভাবে যাঞ্চা করে না এবং তোমরা শুদ্ধ-সম্পদ হতে৪ যা ব্যয় কর বস্তুতঃ সে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ সম্যক রূপে অবগত।

(সূরা বাক্বারাঃ ২৭৩)

---

১ আল্লাহর পথ বলতে অনেকে অনেক কিছু বুঝলেও এ ব্যাপারে রসূল (সাঃ) আমাদের যা বলেছেন তাই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন,

অর্থ ঃ "যে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য কিতাল (সশস্ত্র লড়াই) করে সেই আল্লাহর পথে রয়েছে ।"

(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং-২৬১৫, সহীহ মুসলিম, সুনানে আরবাআ বাইহাকী)

২ এখানে "অবরুদ্ধ রয়েছে" মানে এই নয় যে ইহসার মুহাজিররা শারীরিকভাবে এত দূর্বল যে, তারা ভূপৃষ্ঠে সফর করতে পারে না, বরং তাদের সফলতা রয়েছে আর তা সদা ব্যবহার হয় দ্বীনের জন্য সফর করে, নিজস্ব অভাব মিটানোর প্রয়াসে নয়।

৩ যদিও ইহসাররা আল্লাহর পথে রয়েছেন তথাপি আল্লাহর পথে ব্যয় (অভিযানের জন্য) এবং ইহসারদের অভাব মিটাতে ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। দু-ধরণের ব্যয় করাই আনসারদের উপর অতীব জরুরী। এবং দুই প্রকারের জন্যই রয়েছে আল্লাহ তায়ালার কাছে অতি উত্তম বদলা।

এখানে আল্লাহপাক ইহসার মুহাজিরদের জন্য ব্যয় করতে আনসারদের নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রকৃত ইহসারদের প্রতি সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করা আয়াত মোতাবেক কতটা জরুরী তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তো মদীনার আনসাররা দানবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৪ এখানে আল্লাহ পাক ইহসারদের উদ্দেশ্যে হালাল সম্পদ ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইমামুদ্দিন ইবনু কাসীর (রঃ) তাঁর তাফসীরে বলেন, সদকা ঐ মুহাজিরদের৫ প্রাপ্য যারা ইহলৌকিক সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বদেশ৬ পরিত্যাগ করে, আত্নীয় স্বজন ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য নবী (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছে।৭ তাদের জীবন যাপনের এমন কোন উপায় নেই যা তাদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এবং তারা সফরও করতে পারেনা যে, চলে ফিরে নিজেদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে পারে।৮ এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীতে সফর করা। তাদের অবস্থা যাদের জানা নেই তারা তাঁদের বাহ্যিক পোশাক–পরিচ্ছদ৯ দেখে এবং কথাবার্তা১০ শুনে তাদেরকে ধনী মনে করে।

---

৫ এখানে সে সকল মুহাজিরদের প্রতি নির্দেশনা করা হয়নি যারা শর্ত মোতাবেক হিজরত করে নতুন স্থানে উদ্বাস্তু বা স্বাধীন অবস্থায় রয়েছে বরং তাদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যারা হিজরত করেছে সংঘবদ্ধভাবে বা একাকী অতঃপর একজন আমীরের অধীনে দ্বীনের খেদমত করার জন্য আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যেমনটি ঘটেছিল রসূল (সাঃ) এবং তাঁর মুহাজির সাহাবাদের বেলায়।

৬ এখানে স্বদেশ অর্থ অনেকে শুধুমাত্র নিজে যে দেশে বাস করেন তার জন্য খাস করেন। কিন্ত আমাদের প্রিয় রসূল (সাঃ)-তো মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করে জাজিরাতুল আরবের সীমানার মধ্যেই ছিলেন; তবুও তিনি ও তাঁর সঙ্গীগণ ছিলেন মুহাজির। এই আয়াত তাদের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছিল। তাই বাংলাদেশে নিজ পরিবার পরিজন হতে হিজরতের শর্তসমূহ পূরণ করে দ্বীন ইসলামের খাতিরে দেশের অন্য কোথাও হিজরত করেন তবে অবশ্যই তিনি মুহাজির হবেন।

৭ অর্থাৎ দ্বীন কায়েমের মত কঠিন কাজটি সম্পাদন করার জন্য রসূলের (সাঃ)-এর একনিষ্ঠ সাথী হয়েছে। কোন বাকবিতন্ডা ব্যতিরেকে আমীরুল মুজাহিদীন হিসেবে তাঁর হাতেই বাইয়াত নিয়েছে।

৮ তারা সফরও করতে পারে না যে, "চলে ফিরে নিজেদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে পারে" এই কথার মানে এই নয় যে, সফর করার মত কোন সামর্থই তাদের নেই, বরং তাদের জীবন আল্লাহর জন্য উৎসর্গ হয়ে গেছে, দিনের আটটি প্রহর তারা এই চিন্তায়ই থাকে যে কিভাবে আল্লাহর দ্বীন গালিব হবে। তাই কোন দিকে যদি তারা সফরের নিয়াতে এক কদমও আগবাড়ায় তবে তা দ্বীনের খাতিরেই বের হয়। তাই তারা নিজের খাওয়া পরার বা নিজের ব্যক্তিগত চাহিদা পুরণের জন্য সফর করতে পারে না।

৯ আনসারদের দেয়া উত্তম উপহারী পোষাক যখন কোন ইহসারের পরিধানে থাকে তা দেখে এই সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা তাকে ধনী মনে করতে পারে না।

বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে, রসূল (সাঃ) বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায়, কোথায়ও হয়ত একটি খেজুর পেয়ে গেল, কোথায়ও হয়ত দু'এক গ্রাস খাবার পেল, আবার কোন জায়গায় হয়ত দু'এক দিনের খাদ্য প্রাপ্ত হলো।

বরং মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার নিকট ঐ পরিমাণ কিছু নেই যার দ্বারা সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে এবং সে তার অবস্থাও এমন করেনি১১ যার ফলে মানুষ তার অভাব অনুভব করে তাঁর উপর অনুগ্রহ করছে,১২ আবার ভিক্ষা করার অভ্যাসও তাঁর নেই। কিন্ত যাদের অন্তদৃষ্টি রয়েছে তাদের কাছে এদের অবস্থা গোপন থাকেনা। তারা কাকুতি মিনতি করে কারো কাছে প্রার্থনা করে না১৩ এবং তাদের কাছে সামান্য কিছু থাকা অবস্থায় তারা মানুষের কাছে হাত বাড়ায় না।১৪

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, প্রকৃত মিসকীন সে নয়, যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুড়ে

---

১০ বাহ্যিক ভাবে যখন একজন ইহসারের অভাব সাধারণ লোকদের কাছে দৃষ্টি গোচর হয় তখন সাধারণ লোক তাকে ধনী ভাবতে শুরু করে এই ভেবে যে তারা যদি প্রকৃত অভাব থাকত তবে তো তা সে মৌখিক ভাবে প্রকাশ করত।

১১ এই অংশটুকু আয়াতের ঐ অংশটুকুকে সমর্থন করে যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেন, (নিবৃত্ত: থাকার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অবস্থাপন্ন বলে মনে করে)।

১২ অজ্ঞ লোকদের মধ্যে যারা এমন ইহ্সারদের প্রতি অনুগ্রহ করে যাদের অভাব বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত, তারা এই ভেবে অনুগ্রহ করে না যে লোকটি অভাবী তাই অনুগ্রহ করলাম, বরং তাদের ধারণা থাকে ইহ্সাররা আসলে অভাবী নয়, এ ধারণা তাদের হয় অভাবের কথা মৌখিকভাবে কাকুতি মিনতি করে প্রকাশ না করার কারণে।

১৩ এটা তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে। অর্থসম্পদ বা অন্য কিছু লোকদের নিকট থেকে পেতে হলে অনেক সময় কাকুতি-মিনতি করে চাইতে হয়, অত:পর তারা কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে সদ্কা করে। কিন্তু কারও কাছে নিজের অভাব প্রকাশ করার এবং তা মিটানোর জন্য কাকুতি-মিনতি করার বৈশিষ্ট্য ইহসারদের মধ্যে দেখা যাবে না।

১৪ এটা ইহসার মুজাহিদদের ক্ষেত্রে সেই বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যে, তারা নিজের ব্যক্তিগত কোন অভাব (অর্থ, পোষাক, খাদ্য ইত্যাদি) থাকা অবস্থায় তা মিটানোর আহ্বান মানুষের কাছে করে না। তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, তারা আল্লাহর পথে মানুষকে ব্যয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে না, চাপ দিবে না যেই অর্থ দ্বারা অভিযান করে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করা যায়। কারণ অভিযানের জন্য অর্থসংকট তো মুসলিম জামা'আতের অভাব, ইহসারদের ব্যক্তিগত নয়।

বেড়ায় এবং এক-দু' লোকমা অথবা এক দুটি খেজুর পেলে ফিরে যায় বরং প্রকৃত মিসকীন সে ব্যক্তি, যার এতটুকু সম্পদ নেই যাতে তার প্রয়োজন মিটতে পারে এবং তার অবস্থা সেরূপ বোঝা যায় না যে, তাকে দান-খয়রাত করা যাবে। আর সে মানুষের কাছে যাচনা করে বেড়ায় না।

(সহীহ মুসলিম হাদীস নং ১৩৯০) এই হাদীসটি বহু হাদিস গ্রন্থে বহু সনদে বর্ণিত আছে)

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলেন, তোমাদের সমস্ত দান সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা সম্যক অবগত রয়েছেন। যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে মুখাপেক্ষী হয়ে

যাবে১৫ তখন তিনি তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নাই।

ইহসারদের চেনা যাবে যেভাবেঃ

(১) তাদেরকে চেনার প্রথম উপায় সর্ম্পকে আল্লাহ তায়ালা বলেন "তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণের দ্বারা চিনতে পার, তারা লোকের নিকট ব্যকুলভাবে যাঞ্চা করে না"।

(২) একজন আমীরের অধীনে তারা ইকামতে দ্বীনের জন্য অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকবেন, অন্য আয়াতে এমনসব অবরুদ্ধ ফকিরদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা তার পথে রয়েছে ।

(৩) সর্বক্ষণ ইকামতে দ্বীন নিয়ে চিন্তা ফিকির করার কারণে তারা তাদের অভাব মিটানোর সফরে বেড়ানোর অবকাশ পায়না, তাদের সফর তো শুধুমাত্র দ্বীনের জন্যই ।

(৪) কপর্দকহীন অবস্থায়, জীর্ণশীর্ণ বস্ত্র ও খাদ্যের অভাব থাকা অবস্থায়ও তারা মানুষের কাছে তা মিটানোর আহ্বান করা হতে নিজে নিবৃত থাকবে ।

---

১৫ আল্লাহ তায়ালা প্রিয় বান্দা ইহসারদের প্রতি ব্যয় করার জন্য আনসারদের প্রতি আয়াতের প্রথমাংশে নির্দেশ দিচ্ছেন আর আয়াতের শেষাংশে সতর্ক করছেন তা যেন শুদ্ধ তথা হালাল সম্পদ হতে করা হয়। আর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে ক্রমাগত অর্থ ব্যয় করতে করতে আনসারদের কেউ কেউ মিসকীন হয়ে গেছেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবেন।

(৫) তারাই হবেন হক্ব ইহসার যারা হিজরতের শর্তসমূহ পূর্ণকরে বিশুদ্ধ নিয়্যতে হিজরত করেছেন ।

(৬) তারা মুসলিম জামা'আতের অভাব প্রকাশ করবে । দ্বীন কায়েম এবং আল্লাহর হুকমত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে তাহরিজ করে অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করবে শুধুমাত্র দ্বীনের জন্যেই, নিজেদের জন্য নয়।

ইহসার হওয়ার উদ্দেশ্যঃ

(১) মানব রচিত তগুতী বিধানের মূলোৎপাটন করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল (সাঃ) প্রদর্শিত দ্বীন ইসলামকে ক্বিতালী পদ্ধতীতে আল্লাহর জমিনে বিজয়ী করার প্রত্যয়ে সর্বাত্মক জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ।

(২) সকল প্রকার আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ।

(৩) সকল প্রকার ফিতনার মূলোৎপাটন করা ।

(৪) মুসলিমদের পক্ষাবলম্বন করা, তাদের সাহায্য করা, একই কাতারে সামিল হয়ে আমল করা, দাওয়াহ (প্রচার) ও দ্বীন- এর প্রসারের জন্য পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া; যার প্রসার এবং লোকদের নিকট পৌছানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

শরীয়তের পরিভাষায় হিজরতের সংজ্ঞাঃ

অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে বলা যায়ঃ দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামের দিকে নির্গত হওয়াকে হিজরত বলে। যেমনঃ আহকামুল কোরআন- এর মধ্যে ইবনুল আরাবী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে কুদামা 'আল মুগনী' গ্রন্থে বলেছেনঃ এটা হচ্ছে, দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামের দিকে বের হওয়া।

শাইখ, সা'দ ইবনে আতীক (রঃ) 'আদ-দুরারুস্ সুন্নিয়া' গ্রন্থে বলেছেনঃ এটা হচ্ছে, শিরক ও গুনাহের স্থান হতে ইসলাম ও আনুগত্যের শহরে স্থানান্তর হওয়া।

দারুল কুফর হতে দারুল ইসলামে হিজরত করার বিধান

আলেমগণ (রঃ) হিজরত- এর মূল বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন। এটা কি অবিশিষ্ট রয়েছে? না এর বিধান মানসূখ (রহিত) হয়েছে? এ সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে, তৃতীয় কোন অভিমত নেই। উলামাগণের দলীল সমূহ বুঝতে পারা ও এর তাৎপর্য উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী হওয়ার ফলশ্রুতিতে উক্ত মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম অভিমতঃ যিনি এটাকে মানসূখ মনে করেন এবং বলেনঃ হিজরত- এর মূল বিষয় এবং এর বিধান রহিত হয়েছে

তাঁরা হচ্ছেন, হানাফীদের বড় বড় আলেম। জাছছাস (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'আহকামুল কোরআন'- এর মধ্যে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার উক্ত বাণী সম্পর্কে বলেনঃ

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

অর্থঃ আল্লাহর রাস্তায় হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। (সূরা নিসা, ৮৯)

(অর্থাৎ আল্লাহ সর্বাধিক অবগতঃ) যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলাম গ্রহণ না করে এবং হিজরত না করে। কেননা ইসলাম গ্রহণের পর হিজরত করতে হবে। তারা ইসলাম গ্রহণ করলেও তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন প্রকার বন্ধুত থাকবে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا

অর্থঃ তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই। (সূরা আনফাল, ৭২)

এটা ঐ অবস্থায় ছিল যখন হিজরত করা ফরজ ছিল। নবী (সাঃ) বলেছেনঃ

প্রত্যেক ঐ মুসলিম যে মুশরিকদের সঙ্গে অবস্থান করে তার থেকে আমি দায়মুক্ত। জিজ্ঞেস করা হলঃ হে আল্লাহর রসূল, কেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ তাদের দুটি অগ্নি একত্রে প্রকাশ পেতে পারে না।

(তিরমিযী, ৪/১৫৫ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, সনদ সহীহ)

অতএব হিজরত করা ফরজ ছিল। আর যখন মক্কা বিজিত হল, তখন হিজরতের বিধান মানসূখ (রহিত) হয়ে গেল। আমাদেরকে মুহাম্মদ ইবনে বকর হাদীস বর্ণনা করেছের। তিনি বলেনঃ আমাদেরকে আবু দাউদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমাদেরকে উসমান ইবনে আবি শায়বাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন আমাদেরকে জারির হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মানছুর হতে, তিনি মুজাহিদ হতে, তিনি তাউস হতে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, রসূল (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেনঃ

কোন হিজরত নেই। কিন্তু জিহাদ এবং নিয়াত অব্যাহত আছে। তোমাদেরকে যদি জিহাদের জন্য আহবান করা হয়, তবে সাড়া দিও।..

মুহাম্মদ ইবনে বকর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ আমাদেরকে আবু দাউদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ মুহাম্মাদ ইবনে ফজল আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ওয়ালিদ আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আওযায়ী হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি আতা ইবনে ইয়াযীদ হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেনঃ

একজন বেদুঈন নবী (সাঃ)- কে হিজরত সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে তিনি বললেনঃ তোমার জন্য আফসোস! নিশ্চয় হিজরতের বিষয়টি কঠিন। তোমার কোন উট আছে কি? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি এর যাকাত আদায় কর? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, সাগর পার হতে

আমল করতে থাক। কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমার আমলের কোন কিছুই ছেড়ে দিবেন না।

সুতরাং নবী (সাঃ) হিজরত পরিহার করার অনুমতি দিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে বকর আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে আবু দাউদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে মুসাদ্দাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসমাঈল ইবনে আবী খালিদ হতে ইয়াহ্ইয়া আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমির আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এর নিকট এসে বললঃ আপনি রসূল (সাঃ) হতে শ্রবণ করেছেন এমন একটি বিষয় আমাকে বর্ণনা করুণ। তিনি বললেনঃ আমি রসূল (সাঃ)- কে বলতে শুনেছিঃ

সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম যার জবান ও হাত হতে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে। আর সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুহাজির যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করে।

'রদ্দুল মুহতার আলাদ্ দুরারিল মুখতার' এর গ্রন্থকার ইবনে আবেদীনও এমনটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আত্তাবী- এর বক্তব্যঃ যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করল, অথচ সে আমাদের নিকট হিজরত করল না, তবে সে ব্যক্তি আমাদের ভূখন্ডে মূল মুসলিমের উত্তরাধীকারী হবে না এবং ঐ আদি মুসলিমও ঐ ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না, যে ইসলাম কবুল করেছে কিন্তু আমাদের নিকট হিজরত করেনি। সে ব্যক্তিকে দারুল হারবে নিরাপত্তা দেওয়া হোক কিংবা না হোক। আমাদের কোন কোন আলেমদের অভিমত দ্বারা- এর সমর্থন করা হয়েছে। আমাদের ধারণা এটা ইসলামের প্রথমিক অবস্থায় ছিল যখন হিজরত করা ফরজ ছিল। আপনি কি লক্ষ করেননি, যে ব্যক্তি হিজরত করেছে এবং যে ব্যক্তি হিজরত করেনি আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব নাকচ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেনঃ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا

অর্থঃ যারা ঈমান আনয়ন করেছে, অথচ হিজরত করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাকত্বের কোন দ্বায়িত্ব তোমাদের নেই। *(সূরা আনফাল, ৭২)*

অতএব, যখন তাদের মধ্যে অভিভাকত্ব অপ্রমাণিত, তখন অংশীদারিত্বও অপ্রমাণিত। কেননা মিরাস অভিভাকত্বের জন্যই হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বর্তমানেঃ একে অপরের ওয়ারিস হবে। কেননা রসূল (সাঃ)- এর হাদীস অনুসারে হিজরত- এর বিধান মানসূখ (রহিত) হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই। (বুখারী, মুসলিম)

পূর্বের দুটি গ্রন্থ ব্যতীত তারা অনেক স্থলে " হিজরতের বিধান বন্ধ করেছেন"- এমন মন্তব্য করেছেন। কেননা নবী (সাঃ) বলেছেনঃ মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই। তিনি বলেছেনঃ

- হিজরত এর বিধান বন্ধ হয়েছে। কিন্তু জিহাদ ও নিয়াত অব্যাহত আছে।

বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন ছাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাকে বলা হলঃ যে ব্যক্তি হিজরত করেনি তার কোন দ্বীন নেই। তখন তিনি মদীনায় আগমন করলেন। নবী (সাঃ) তাকে বললেনঃ হে আবু ওয়াহ্হাব, কেন আগমন করেছ? তিনি বললেন, বলা হয়েছেঃ যে ব্যক্তি হিজরত করেনি তার কোন দ্বীন নেই। রসূল (সাঃ) বললেনঃ হে আবু ওয়াহ্হাব, মক্কার উপত্তকায় ফিরে যাও। স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান কর। হিজরত বন্ধ হয়েছে। কিন্তু জিহাদ ও নিয়াত অব্যাহত আছে।

দ্বিতীয় অভিমতঃ

জুমহুর- এর অভিমত এবং কোন হানাফী আলেমের মতামত; যেমন হাসান। তিনি মনে করেন, যে ব্যক্তি দারুল হারবে অবস্থান করে তার সম্পর্কে আয়াতের বিধান প্রমাণিত রয়েছে। তাঁর অভিমত হচ্ছে দারুল ইসলামের দিকে হিজরত এর ফরজ বিধান বিদ্যমান রয়েছে। জাছছাস তার থেকে এটা বর্ণনা করেছেন। অথচ তার অভিমত- এর বিপরীত। যারা এই মত পোষণ করেছেন তারা বলেছেনঃ খাত্তাব, ত্বীবী, নাওয়াবী, হাফিয ইবনে হাজার, ইবনে কুদামাহ, ইবনুল আরাবী, ইবনে তাইমিয়া, তাঁর শিষ্য ইবনুল কাইয়ুম, তাদের পর শাওকানী এবং দা'ওয়াতে সালাফিয়া- এর ইমামগণ। এদের শীর্ষে মুজাদ্দিদ, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব এবং সর্বশেষ, আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম।

(দেখুন আদ-দূরারুস সুন্নিয়া কিতাবুল জিহাদ, ২য় মুদ্রণ, ১৩৮৫ হিজরী, তদ্রূপ এটা শাইখ, আল্লামা ইবনে বায ও শাইখ, আব্দুর রায়যাক আফীফী (রঃ)- এর অভিমত)

এ প্রসঙ্গে 'আহকামুল কোরআন' গ্রন্থে ইবনুল আরাবী বলেনঃ দারুল হরব হতে দারুল ইসলামে নির্গত হওয়াকে হিজরত বলে। এটা

রসূল (সাঃ)- এর যুগে ফরজ ছিল। যে ব্যক্তি নিজের জীবনের উপর আশঙ্কা বোধ করবে তার জন্য তাঁর (সাঃ)- এর ইনতেকালের পর উক্ত বিধান অব্যাহত থাকবে। প্রকৃতপক্ষে হিজরত- এর যে বিধান বন্ধ হয়েছে তা হল, নবী (সাঃ) যে স্থানে ছিলেন সে স্থানে ইচ্ছা করা।

তার বাণীঃ কিন্তু জিহাদ ও নিয়াত অব্যাহত থাকবে।

(বুখারী,মুসলিম,নাসাঈ,তিরমিযী,আবু দাউদ,(২৪০০) এবং অন্যান্য)

ত্বীবী ও অন্যরা বলেছেনঃ উক্ত প্রতিবিধান পূর্বের জন্য পরের বিধান বিপরীত হওয়া দাবী করে। অর্থ হচ্ছে, যে হিজরতের দ্বারা স্বীয় বাসস্থান পরিহার করে লোকদের মদীনা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, এর বিধান বন্ধ হয়েছে। কিন্তু জিহাদের দরূন বিচ্ছেদ হওয়া এটা বিদ্যমান রয়েছে। অনুরূপভাবে ভাল নিয়াতে বিচ্ছিন্ন হওয়া অব্যাহত রয়েছে। যেমন দারুল কুফর হতে পলায়ন করা, ত্বালাবে ইলম- এর জন্য বের হওয়া, ফিতনা হতে পলায়ন করা। এর প্রত্যেকটির মধ্যে নিয়াত গুরুত্বপূর্ণ।

নাওয়াবী বলেছেনঃ এর অর্থ হচ্ছে হিজরত বন্ধ হওয়ার মাধ্যমে যে কল্যাণ শেষ হয়েছে, জিহাদ ও ভাল নিয়াতের মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব।

যে ব্যক্তি হিজরত- এর বিধান মানসূখ হওয়ার দাবী করেন তার প্রতিবাদ করে ইবনে কুদামা আল-মুগনী গ্রন্থে বলেছেনঃ আমাদের দলীল হচ্ছে, মুয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রসূল (সাঃ)- কে বলতে শুনেছিঃ

তাওবা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। আর সূর্য পশ্চিম আকাশে উদিত না হওয়া পর্যন্ত তাওবা বন্ধ হবে না। (আবু দাউদ)

নবী (সাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ

জিহাদ অব্যাহত থাকা পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না। (সাঈদ ও অনেকেই এটা বর্ণনা করেছেন)

আয়াত সমূহ এবং হিজরত সংক্রান্ত প্রমাণ সম্বলিত হাদীস গুলো সাধারণ হওয়ার জন্য- এর বিধান প্রত্যেক যুগেই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে প্রথম অভিমতের পক্ষে হাদীস সমূহ যেমন "মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই।" এর দ্বারা উদ্দেশ হচ্ছেঃ কোন শহর বিজিত হওয়ার পর এখান থেকে হিজরত করা যাবে না। এবং তিনি (সাঃ) ছাফওয়ানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ

"নিশ্চয় হিজরত বন্ধ হয়েছে।" অর্থাৎ মক্কা হতে। কেননা দারুল কুফর হতে বের হওয়াকে হিজরত বলা হয়। যখন উক্ত শহর বিজিত হল, তখন এটা দারুল কুফর থাকল না। অতএব, এখান থেকে হিজরত করাও অবশিষ্ট থাকে না। অনুরূপভাবে যে শহর বিজিত হবে, ওখান হতে হিজরত করার বিধান অবশিষ্ট থাকবে না। হিজরত তো ঐখানেই করতে হবে।

হিজরত বিষয়ে উক্ত আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। গুরুত্ব ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে লক্ষ্য করলে জানা যাবে যে জমহুরের অভিমতঃ "মানসূখ (রহিত) না হওয়া এবং এর বিধান এখানে বিদ্যমান রয়েছে"- এটাই অগ্রাধিকার যোগ্য। কেননা একটিকে উপেক্ষা না করে উভয় দলীল দ্বারা আমল করাই উত্তম। যখন দলীলসমূহের মধ্যে সমন্বয় করা অসম্ভব হয় তখনই একটিকে মানসূখ মানতে হয়। আর আলহামদুলিল্লাহ সমন্বয় করা সম্ভব হচ্ছে। এজন্য যারা এটাকে মানসূখ মনে করেন জুমহুর তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

জুনাদাহ বিন উমাইয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর নবী (সাঃ)-এর সাহাবীরা পরস্পরে বলাবলি করছিলেন যে, নিশ্চয়ই হিজরতের সমাপ্তি ঘটেছে। এক পর্যায়ে তারা এ নিয়ে মত পার্থক্যে জড়িয়ে পড়েন । বর্ণনাকারী জুনাদাহ (রাঃ) বলেন, ফলশ্রুতিতে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! লোকেরা বলছিল যে, হিজরত নাকি শেষ হয়ে গেছে, ফলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই হিজরত শেষ হবে না যতদিন জিহাদ থাকবে।

(আহমাদ (৪/৬২,৫/৩৭৫) আল্লামা আলবানী এর সনদ সহীহ প্রমাণ করেছেন ।)
(দুশমনের সঙ্গে যতদিন ক্বিতাল চলবে ততদিন হিজরত বন্ধ হবে না)
(আহমাদ ১/১৯২, ইরওয়াইল গালীল ৫ম খন্ড ৩৩ পৃষ্ঠা)

মুয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, {আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি তওবার দরজা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হিজরত বন্ধ হবে না, আর যতদিন সূর্য পশ্চিম আকাশে উদয় না হয় ততদিন পর্যন্ত তওবার দরজা বন্ধ হবে না} হাদীস সহীহ।

(আবু দাউদ ২৪৭৯, দারেমী ২/২৩৯-২৪০, বাইহাকী ৯/১৭, আহমাদ-৪/৯৯
ইরওয়াইলগালীল -১২০৮)

কিছু সংখ্যক বক্তা, গবেষক ও শিক্ষক ধারণা করেছেন যে, নবী (সাঃ)-এর বাণী (মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই) এর দ্বারা সাধারণ ভাবেই

সকল হিজরত বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু সেটাতো কিতাব, সুন্নাহ ও ইমামগণের বক্তব্যের সাথে এক লজ্জাজনক মূর্খতা প্রদর্শনের নামান্তর।

(সিলসীলা সহীহা ৬/৮৫২ পৃষ্ঠা)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহঃ) তাঁর ফাতওয়ার গ্রন্থে উভয় প্রকার হাদীস সম্পর্কে বলেন, নিশ্চয়ই উভয়ের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই, অতঃপর তিনি তাঁর ফাতওয়া গ্রন্থে (১৮/২৮১) বলেন, উভয়েই সঠিক, তবে প্রথমটির দ্বারা নবী যুগের প্রতিশ্রুত হিজরতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে ।

আর সেটা হলো মক্কা ও আরবের অন্য ভূ-খন্ড থেকে মদীনাতে হিজরত করা। কেননা মক্কা ও অন্যান্য ভূ-খন্ড দারুল কুফর ও হারব হওয়ার ফলে তখন এ প্রকার এর হিজরত শরীয়ত সম্মত ছিল । আর ঈমান বিদ্যমান ছিল কেবল মদীনাতে। তাই দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করাটা তখনকার ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল ।

কিন্তু যখন মক্কা বিজয় হলো এবং মক্কা দারুল ইসলামে পরিণত হলো এবং আরবরা ইসলামে দীক্ষিত হলো তখন এর প্রত্যেক ভূ-খন্ডই দারুল ইসলাম হয়ে যায় । ফলে নবী (সাঃ) বলেনঃ {মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই, তবে জিহাদ ও নেক নিয়্যত বাকী আছে}

(বুখারী,মুসলিম,নাসাঈ,তিরমিযী,আবু দাউদ, ২৪০০)

এটা জানা প্রয়োজনঃ যারা বলেন, হিজরত- এর বিধান অব্যাহত রয়েছে, তাঁরা এটা ওয়াজিব না মুস্তাহাব, এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। আপনি যদি এ বিষয়ে আলিমদের অভিমতগুলো অনুসন্ধাণ করতে চান, তবে আলোচনা দীর্ঘায়িত হয়ে যাবে এবং পাঠক বিরক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সংক্ষিপ্তাকারে এ বিষয়ে আমার অনুসন্ধান হচ্ছেঃ হিজরতের মাসআলাকে সাধারণভাবে আমরা ওয়াজিব বলতে পারি না এবং সাধারণভাবে এটাকে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলতে পারব না।

বরং অবস্থাভেদে এবং মুহাজিরের অবস্থা পর্যালোচনা করে বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। এটা লক্ষ্য করতে হবে, মুহাজির যে স্থান পরিত্যাগ করে যে স্থানে গমন করবেন তার অবস্থা কিরূপ; এটাও নির্ধারণ করতে হবে, তিনি কি দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলাম হিজরত করবেন, না ফিতনার শহর থেকে ভাল শহরে হিজরত করবেন? না জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরত করবেন?

হিজরতের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যতের বিশুদ্ধতায়...

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي: أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه علىالمنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী (সাঃ) বলেছেন, 'কাজের ফলাফল নিয়াত অনুযায়ী হবে, যে যেই নিয়াতে কাজ করবে, সে তাই পাবে। সুতরাং যার হিজরত আল্লাহ ও তার রসূল (সাঃ)-এর জন্য হয়েছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তার রসূল (সাঃ)-এর জন্যই হয়েছে (বলে পরিগণিত হবে)। আর যার হিজরত কোন পার্থিব সম্পদ অর্জন বা কোন নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়েছে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হয়েছে (বলে পরিগণিত হবে)। (সহীহ বুখারী)

ইমাম ইবনু কাসীর (রঃ) বলেন, হাদীসটি ব্যাপক । হিজরত ও অন্যান্য সমস্ত আমলই এর অন্তর্ভূক্ত ।

হিজরতের ফাযায়েল

শুদ্ধ নিয়াতের হিজরতকারীর জন্য রবের পক্ষ থেকে রয়েছে অনুপম ক্ষমার নিদর্শন । এমনই একটা ঘটনা জানা যায় বুখারী মুসলিমের রেওয়ায়েত হতে। তা ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে যে নিরানব্বইটি লোককে হত্যা করে অতঃপর একজন আবেদকে হত্যা করতঃ একশ পূর্ণ করে দেয়।

তারপর তার তওবা গৃহীত হবে কিনা তা সে একজন আলেমকে জিজ্ঞেস করে। আলেম তাকে বলেন, তোমার তওবা এবং তোমার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই তুমি তোমার গ্রাম হতে হিজরত করে অমুক শহরে চলে যাও যেখানে আল্লাহ তায়ালার আবেদগণ বাস করেন।

অতএব সে হিজরতের উদ্দেশ্যেই ঐ শহরের দিকে রওয়ানা হয় । কিন্ত পথেই তার মৃত্যু হয়ে যায়। এরপর রহমত ও শাস্তির ফেরেশতাদের মধ্যে তার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দেয়। রহমতের ফেরেশতাগণ বলেন যে, তথায় পৌঁছতে তো পারেনি।

অতঃপর তাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হয় যে, এদিকের এবং ঐ দিকের ভূমি মাপ করা হোক। যে গ্রাম সেখান হতে নিকটবর্তী হবে সে গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গেই তাকে মিলিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যমীনকে নির্দেশ দিলেন যে, ওটা যেন খারাপ গ্রাম হতে দূরবর্তী হয়ে যায় এবং ভাল গ্রামের নিকটবর্তী হয়। ভূমি মাপা হলে দেখা যায় যে, একত্ববাদীদের গ্রামটি অর্ধহাত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়েছে। ফলে তাকে রহমতের ফেরেশতাগণ নিয়ে যান।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে,মৃত্যুর সময় সে সৎ লোকদের গ্রামের দিকে বুকের ভরে এগিয়ে যাচ্ছিল। এ থেকেই লোকটির নিয়াতের বিশুদ্ধতা বোঝা যায়। যার কারণে অনেক গুনাহ করার কারণে শুধুমাত্র হিজরতের মাধ্যমে তাকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করেছিলেন। খাস নিয়াতে হিজরত করলে দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক কল্যাণ রয়েছে। রয়েছে দুনিয়াতে উত্তম বাসস্থান পাওয়ার প্রতিশ্রুতি।

যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন,

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ "যারা অত্যাচারিত হবার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দান করব এবং আখিরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ। হায়! তারা যদি এটা জানত"।

(সূরা নাহলঃ ৪১)

হাফিজ ইমামুদ্দিন ইবনু কাসীর (রঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা এখানে তার পথে হিজরতকারীদের পুরস্কার সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি ছেড়ে, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে এবং ব্যবসা বানিজ্যে ছেড়ে তার পথে হিজরত করে,তাদের প্রতিদান হিসেবে ইহকালে ও পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে তার পক্ষ থেকে মহা মর্যাদা ও সম্মান।

খুব সম্ভব এই আয়াত আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মক্কায় মুশরিকদের কঠিন উৎপীড়ন সহ্য করার পর আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন । যেন স্বাধীনভাবে আল্লাহর দ্বীনের উপর

আমল করে যেতে পারেন। তারা সংখ্যায় ছিলেন প্রায় ৮০ জন। তারা সবাই ছিলেন চরম সত্যবাদী ও চরম সত্যবাদিনী। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁদেরকেও সন্তুষ্ট রাখুন।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এই সব সত্যের সাধকদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদেরকে উত্তম জায়গা দান করবেন। (যেমন মদীনা) আর তাঁরা পবিত্র জীবিকা এবং দেশ ও বিনিময় হিসেবে প্রাপ্ত হবেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহর ভয়ে যে জিনিস ছেড়ে যান, আল্লাহ তাদেরকে সেই উত্তম জিনিস দান করে থাকেন। এই দরিদ্র মুহাজিরদের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে হাকিম ও বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং দুনিয়ায় তাদের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। এখনও আখিরাতের প্রতিদান ও পুরস্কার তো বাকী আছেই। সুতরাং যারা হিজরত থেকে সরে থাকে তারা যদি মুহাজিরদের পুরস্কার ও প্রতিদান সম্পর্কে অবহিত থাকত তবে অবশ্যই তারা হিজরতের ব্যাপারে অগ্রগামী হতো।

হিজরত ফরয হওয়ার পর...

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছিল ফেরেশতা তাদের প্রাণ হরণ করে বলবে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবে, আমরা দুনিয়ায় অসহায় ছিলাম। তারা বলবে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, সেখানে তোমরা হিজরত করতে? অতএব ওদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান"।

(সূরা নিসা ৯৭)

এক বর্ণনায় আছে এরূপ লোক যারা তাদের ঈমান গোপন রেখেছিল, বদরের যুদ্ধে যখন তারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয় তখন মুসলমানদের হাতে তাদের কয়েকজন লোক মারা যায় ফলে

মুসলমানরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলে "আফসোস! এরা তো আমাদের ভাই ছিল অথচ এরা আমাদেরই হাতে মারা গেল"। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর অবশিষ্ট মুসলমানদের নিকট এ আয়াতটি লিখেন যে,তাদের কোন ওযর ছিল না।

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا

অর্থ্যাৎ "কিন্ত পুরুষ, নারী এবং শিশুগণের মধ্যে অসহায়তা বশতঃ যারা কোন উপায় করতে পারে না অথবা কোন পথ প্রাপ্ত হয় না । ফলতঃ তাদেরই আশা আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা ৯৮-৯৯)

এরপর যে লোকদের হিজরত পরিত্যাগের উপর ভর্ৎসনা নেই তাদের কথ বর্ণনা করা হচ্ছে যে যারা মুশরিকদের হাত হতে ছুটতে পারে না বা ছুটতে পারলেও হয়তো পথ চেনা নেই তাদেরকে অল্লাহাপাক ক্ষমা করবেন । শব্দটি আল্লাহ তায়ালার কালামে নিশ্চয়তা বোধক হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল। (ইবনু কাসীর)

হিজরত নারীদের জন্যেও.....

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

অর্থাৎ- "অনন্তর তাদের প্রতিপালক তাদের জন্য এটা স্বীকার করলেন যে,আমি তোমাদের পুরুষ অথবা নারীর মধ্য হতে কোন কর্মীর কৃতকর্ম ব্যর্থ করবো না -তোমরা পরস্পর এক।

অতএব যারা দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় গৃহসমূহ হতে বিতাড়িত হয়েছে ও আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং সশস্ত্র লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে নিশ্চয়ই তাদের জন্য আমি তাদের অমঙ্গল সমূহ আবৃত করবো এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবো- যার

তলদেশে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিত। এটা আল্লাহর নিকট হতে প্রতিদান আর আল্লাহর নিকটই উত্তম প্রতিদান। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৯৫)

উম্মে সালমা (রাঃ) একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, কুরআনে আল্লাহ তায়ালা কোন জায়গায় স্ত্রী লোকদের হিজরতের কথা বলেননি এর কারণ কি? তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আনসারগণ বলেন, সর্বপ্রথম যে স্ত্রী লোকটি হাওদায় চড়ে আমাদের নিকট হিজরত করে এসেছিলেন তিনি উম্মে সালমা (রাঃ)-ই ছিলেন।

হিজরত কখন.....

(১) দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া। এই প্রকার হিজরত রসূলের (সাঃ)-এর যুগেও ফরয ছিল, কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে। দারুল কুফরে জানমাল আবরুর নিরাপত্তা না থাকা কিংবা দ্বীনের জরুরী আহকাম পালন করা সত্ত্বেও ওযর ছাড়া যে হিজরত করবে না সে (সূরা নিসার ৯৭ নং) আয়াতের অধীনে পড়বে ।

(২) ঈমানকে দৃঢ় রাখতে ও ইসলামের উপর দৃঢ় থাকার ফলে যদি বাতিল কর্তৃক দৈহিক নির্যাতন আসে তা হতে আত্মরক্ষার্থে হিজরত করতে হবে।

(৩) যেখানে হারামের প্রাধান্য রয়েছে, যেখানে আল্লাহ, রসূল (সাঃ) ও কুরআনকে অবমাননা করা হয়; সালাফ এবং সলফে সালেহীনদের গালিগালাজ করা হয় সেখান হতে হিজরত করা উচিৎ ।

কারণ ওযর ব্যতিরেকে হিজরত ছাড়া এসব স্থানে ঈমান অবশিষ্ট থাকবে তখনই যখন অন্যায়কে হাত দিয়ে প্রতিহত করা হবে, সেই সামর্থ না থাকলে জবান দিয়ে বন্ধ করতে হবে। তাও সম্ভব না হলে এমনভাবে ঘৃণা করতে হবে যাতে অন্যায় প্রতিরোধ হয়ে যায়। অর্থাৎ বুদ্ধিভিত্তিক পরিকল্পনা করতে হবে প্রতিহত করার জন্য। তা বাস্তবায়ন করা হবে নিজেই বা অন্য কারও মাধ্যমে। এ ছাড়া এক সরিষা পরিমাণ ঈমানও নেই।

সর্বোত্তম হিজরত ও সর্বোত্তম মুহাজির

নবী (সাঃ) কে বলা হলো কোন হিজরত সর্বোত্তম। তিনি উত্তরে বললেন, "জিহাদের উদ্দেশ্যে যে হিজরত করা হয় সেটা"।

(আহমদ ৪/১১৪,সিলসিলাহ্ সহীহা ২/৯২)

হিজরত যখন শুদ্ধ নিয়্যতে করা হয় তখন নিজের বাস ভূমিতে দারুল ইসলাম হওয়ার পূর্বে ফিরে আসার নিয়্যত থাকে না। আর জিহাদের অভিযানের জন্য যখন নিজের বাসভূমি পরিত্যাগ করা হয় তা দারুল ইসলামও হতে পারে কুফরও হতে পারে, কিন্ত জিহাদ (সশস্ত্র যুদ্ধ) যখন ফরযে আইন হয়ে যায় তখন যদি নিজের বাসভূমি যতই শান্ত সুন্দর পরিবেশ থাকুক ঈমান আনার পর সর্বোত্তম ও সবচেয়ে জরুরী কাজটি যদি করা সম্ভব না হয় তবে তার বাসভূমি তার জন্য আর দারুল ইসলাম থাকল না।

তাকে বাসভূমি ত্যাগ করে হিজরত করতে হবে। ঈমান আনার পর সর্বোত্তম কাজটির হক আদায় করার জন্য এই হিজরতই সর্বোত্তম হিজরত বলে উপরোক্ত হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সাধারণ হিজরত যখন কোন ব্যক্তি করবে তখন সে মুসলিম জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়ও করতে পারে। কিন্ত জিহাদের উদ্দেশ্যে যে হিজরত, হিজরত কালীন সময়ে সে একাকী থাকুক আর জামাআতবদ্ধ থাকুক হিজরতের পর সে জামাআত বদ্ধই হবে। সাধারণ হিজরতের পর একজন ব্যক্তি নতুন স্থানে উদ্বাস্তু বা স্বাধীন। সে ইচ্ছামত জীবিকার সন্ধানে বা অন্য কোন কাজ সম্পাদনের জন্য ঘোরাফেরা করতে পারে।

জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরতের পর জামাআতবদ্ধ হয়ে একজন দু'ধরণের জীবন-যাপন করতে পারে। হয় সে স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতঃ আমীরের আনুগত্য এবং অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে পারে, নতুবা সে তার জীবনকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে সর্বক্ষণ আমীরের অধীনে অবরুদ্ধ অবস্থায় ইকামতে দ্বীনের জন্য চিন্তা ফিকির করতে পারে। শেষোক্ত জীবনটাই তো অতি উত্তম জীবন।

এই জীবনের অধিকারীরাই হলেন আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ দরিদ্র তথা ফকির সম্প্রদায়, যাদের প্রশংসা করেছে আল্লাহ স্বয়ং কুরআন মজীদে। এই জীবন তো অনেকটা ঐ জীবনের মতই যারা রসূল (সাঃ) কে সর্দার (আমীর) বানিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন সেখান হতে ইয়াসরিবে। সেখানে তারা ছিলেন একজন আমীর তথা আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর

অধীনে দ্বীনের জন্য সম্পূর্ণ আবদ্ধ। তাই তাদেরকে সহযোগীতা করার জন্য রসূল (সাঃ) আনসারদের প্রতি আহবান জানান আর আনসাররাও সে আহবানে সাড়া দিয়ে খাঁটি মু'মিনের খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

"যারা ঈমান এনেছে, (দ্বীনের জন্য) হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা (মু'মিনদেরকে) আশ্রয় দিয়েছে এবং যাবতীয় সাহায্য সহানুভূতি করেছে তারাই হলো প্রকৃত মু'মিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা"। (সূরা আনফাল, ৭৪)

সর্বোত্তম মুহাজিরদের কথা সহীহ সুন্নাহতে বিধৃত হয়েছে এভাবে, " সর্বোত্তম মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু বর্জন করে চলে"।

(সিলসিলাতি আহাদীসিস সহীহা এবং সুনানে আবু দাউদ ২৪৮১)

"সর্বোত্তম মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের সঙ্গে জিহাদ করে এবং তার প্রবৃত্তিকে আল্লাহর জিম্মায় ছেড়ে দেয়"। (সিলসিলাহ সহীহা ১৪৯১)

আমাদের কর্তব্য

দ্বীন সম্পর্কে মৌলিক ইলম অর্জন করা, ইলমে দ্বীন গোপন না করে যারা জানে না তাদের সামনে প্রকাশিত করা। আজ সারা পৃথিবীতে এমন একটা সময় বিরাজ করছে, যখন কোথাও নেই ইসলামী খেলাফত, কুফর শক্তি (ইহুদী,নাসারা, ব্রাহ্মণবাদী) এক হয়ে দস্তরখানে সাজানো খাদ্য ভক্ষণের ন্যায় একের পর এক মুসলিম এলাকায় হায়েনার ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আমাদের ভাই-বোনদের উপর চলছে পৈশাচিক নির্যাতন।

বাংলার বুকেও ত্বগুতী শাসকশ্রেণী "আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করুন" আহ্বানকারীদের ফাঁসি,জেল-জুলুম,অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে ফেরাউনী রাজ্যে পরিনত করেছে । ইসলামের এমনি এক দূর্দিনে মানব রচিত তগুতী বিধানের মূলোৎপাটন করে আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল (সাঃ) প্রদর্শিত দ্বীন ইসলামকে ক্বিতালী পদ্ধতীতে আল্লাহর জমিনে বিজয়ী করার জন্য এবং সকল প্রকার ফিতনার মূলৎপাটন করে আল্লাহর দুশমনদের

বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য । আজ কিছু দ্বীনের সৈনিক প্রয়োজন যারা আবু বকর (রাঃ)-এর মত ত্যাগী, খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর মত বীর, হানযালা (রাঃ) এর মত জিহাদের জন্য পাগলপারা হবে,

হে মুসলিম! কেউ কি আছেন? আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় নিজের জান-মালকে তাঁর পথে কুরবান করতে? তাঁর পথে আবদ্ধ হতে?

তবে আপনাকেই ডাকছে একদল ফকির যারা আল্লাহর রাস্তায় অবরুদ্ধ হয়ে,সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে (আলহামদুলিল্লাহ)।

অতএব প্রত্যেক মুসলিমদের প্রতি আহ্বান- আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ ফকিরদের সঙ্গী হোন ।

আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ ফকিরদের সঙ্গী হবেন যেভাবে-

(১) নিজের জান-মাল সহকারে আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ হয়ে ।

(২) নিজেই আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ হয়ে (যাদের মাল সহকারে অবরুদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়)।

(৩) অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করার মাধ্যমে ।
(সদকা,ওশর,যাকাত,ফেৎরা,কুরবাণী,এককালীন,মাসিক, ইত্যাদি।)

(৪) আশ্রয়দানের মাধ্যমে ।

(৫) সমর্থন দানের মাধ্যমে ।

(৬) আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে ।

এবং আমরা আমাদের মুসলিম ভাই-বোনদের নিকট, যারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ অথচ ইসলাম ধারণ করার কারণে নির্যাতিত-নিস্পেষিত তাঁদের কর্ণকুহরে এই সংবাদ পৌঁছে দিতে চাই যে, তাদের ইহকালীন এবং পরকালীন মুক্তির উপায় হিজরত, আর তা যদি হয় আল্লাহর (জিহাদের) পথে তবে এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে!?

পরিশেষে মহান রব্বুল আলামীনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি । আর তাঁর কাছে এই দোয়া করে শেষ করছি, তিনি যেন আমাকে হয় তাঁর পথে মুহাজির অথবা তাঁর দ্বীনের আনছার হওয়ার তাওফিক এনায়েত করেন এবং তুগুতের কারাগারে বন্দী না করে তাঁর পথে শহীদ হিসেবে কবুল করেন । (আমীন)

সুব্হা-নাকা আল্ল-হুম্মা, ওয়া বিহাম্দিকা আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লা- আংতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।